পরব্রহ্মণে নমঃ।

ভূমিকা।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনিত্য সংসারে অসংখ্য জীবনিকর মধ্যে জ্ঞান শক্ত্যাদি বিশিষ্টত্ব হেতুক মনুষ্যগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হয়, এবং সহস্র সহস্র মনুষ্যগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বহুপুণ্য ভাবে মুমুক্ষু হইয়া মোক্ষের সাক্ষাৎসাধন স্বরূপ পরমাত্ম তত্ত্ব তাহার আলোচনা করেন, পরন্তু অতি দুর্ল্লভ এই যে মানব জন্ম, তাহা লাভ করিয়া যে ব্যক্তি পরমারাধ্য পরম পুরুষ পরমেশ্বরের পরম তত্ত্ব পর্য্যালোচনা না করে, এবং যে ব্যক্তি জিতসঙ্গ জিতাসন জিতেন্দ্রিয় জিতপ্রাণ হইয়া তাঁহার অব্যক্ত অনন্ত অক্ষর অচ্যুতভাবে সংলগ্ন না হয়, অথবা যাহারা যথার্থ আত্ম অনুসন্ধান না করিয়া, কেবল আত্মদেহ আত্মগেহ, আত্মপুত্র, আত্মকলত্র, আত্মধন, আত্মজন, ইত্যাকার আত্মপরিমায় অহোরাত্র অনুমোদন করে, ও আত্ম অমূল্য আয়ুর অপনয়ন করে, তাহার কি সাধারণ

শোক সন্তাপ শোচ্য ? হায় ! তাহাদিগের সেই যে বাসনা তাহা বিবিধ বিষয়গ্রন্থি দ্বারা গ্রথিত প্রযুক্ত যে কি পর্য্যন্ত মলিনা হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, এতএব সেই বাসনারূপ মলাকে সচ্ছাস্ত্ররূপ সলিল দ্বারা ধৌতকরা অস্মদাদি সাধারণের অতি কর্ত্তব্য, এতদ্ বিবেচনায় তৎসাধন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহ মধ্যে এই "যোগোপনিষৎ,, নামক অতিক্ষুদ্র এক খণ্ড প্রাচীন গ্রন্থ মূল সহ বঙ্গীয় ভাষায় প্রকটিত করিলাম, ইহাতে ভ্রমজনিত অশুদ্ধাদি দোষ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ মহোদয়গণ সন্নিধানে বিনীতভাবে নিবেদন যেন তাঁহারা উপহাসাদি না করিয়া কৃপাবলোকনে সংশোধনে অঙ্গীকার করেন । পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইলে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন মহোদয় ইহার সংশোধন বিষয়ে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন । কিমধিকং বিস্তরেণালং ইতি ।

শকাব্দা ১৭৮৪ । বঙ্গাব্দা ১২৬৯ ।
তারিখ ১৫ ই শ্রাবণ ।
সাং বরাহনগর ।

শ্রীনীলকমল শর্ম্মা ।